গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
www.cabinet.gov.bd

জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভার কার্যবিবরণী

৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩/১৯ ভাদ্র ১৪২০ মঙ্গলবার, সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত-এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ কক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'তে সন্নিবেশিত হল।

২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপস্থাপনা:

জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সভায় অনুমোদিত কাঠামো ও কার্যপরিধি অনুসরণপূর্বক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং শুদ্ধাচার কৌশলে বর্ণিত সংস্থাসমূহে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিটির একজন সদস্যকে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভায় বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি সংস্থার শুদ্ধাচার পরিবীক্ষণের জন্য এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট নিবন্ধনকারী সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে জনঅবহিতকরণ এবং এ সংক্রান্ত করণীয় নির্ধারণের জন্য গত ৩০ এপ্রিল তিন শতাধিক এনজিওর অংশগ্রহণে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে আলোচনা ও সুপারিশের আলোকে এনজিসমূহের মধ্যে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য গাইডলাইন প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর গাইডলাইন অনুসরণে নিজস্ব গাইডলাইন প্রণয়ন করবে। বেসরকারি খাতের শুদ্ধাচার পরিবীক্ষণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে।

৩। উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার বিবেচনায় The Bangladesh Law Officers Order, 1972 পর্যালোচনাপূর্বক সীমিত আকারে অ্যাটর্নি সার্ভিস চালু, ন্যায়পাল নিয়োগের লক্ষ্যে The Ombudsman Act, 1980 পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারক মনোনয়নের জন্য আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং আইন ও বিচার বিভাগে খসড়া প্রস্তাব/প্রতিবেদন/নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের মাধ্যমেও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে দু'টি ওয়ার্কশপ এবং টাঙ্গাইল জেলায় একটি জনঅবহিতকরণ সভার আয়োজন করেছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ওপর আরো কয়েকটি সভা/ওয়ার্কশপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইতোমধ্যে শুদ্ধাচার কৌশলের ওপর জনঅবহিতকরণ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

৪। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy-NIS)-এর চতুর্থ অধ্যায়ে এ কৌশল বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' গঠনের সুপারিশ রয়েছে। প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের তত্ত্বাবধানে এ ইউনিট কাজ করবে। শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এ ইউনিটে অতিরিক্ত জনবলের পদ সৃজনের প্রয়োজন হবে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা এ ইউনিটের কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৫। শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে আশু করণীয় হিসাবে সিভিল সার্ভিস আইন/গণকর্মচারী আইন প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিতকরণ, সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য যুগোপযোগী কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা (career plan) প্রণয়ন এবং সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি ও সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিলবিধি হালনাগাদকরণের বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা যায়। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে। এ ছাড়া, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তাবায়ন কার্যক্রমে আগ্রহী উন্নয়ন সহযোগীদেরকে এ কাজে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচিত কার্যাবলির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকমিটি গঠন করা যেতে পারে।

৬। **আলোচনা:**

জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভার পাঁচটি সিদ্ধান্তের মধ্যে দুটি বাস্তবায়িত হয়েছে। অপর তিনটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশলের ব্যাপক প্রচার ও জনঅবহিতকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যেতে পারে। অ্যাটর্নি সার্ভিস চালুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন। ন্যায়পাল নিয়োগের লক্ষ্যে The Ombudsman Act, 1980 পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারক মনোনয়নের জন্য আইন/বিধিমালা/নীতিমালার প্রস্তাব প্রণয়ন ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, মতবিনিময় সভা, সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন, গবেষণা ও কর্মমূল্যায়ন প্রভৃতি কাজে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার জন্য এ খাতে অর্থ বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। এ কাজে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং গণমাধ্যমকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা যেতে পারে। এরূপ প্রচারের বিষয়ে সভায় প্রিপ ট্রাস্ট-এর পক্ষ থেকে একটি ধারণাপত্র উপস্থাপনের আগ্রহ ব্যক্ত করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা যেতে পারে। আপাতত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে সংযুক্তির মাধ্যমে এ সকল পদে কর্মকর্তা/কর্মচারী পদায়ন করা যেতে পারে। কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হলে তা জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক হবে।

৭। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অনেক বিধি থাকলেও কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন নেই। আইনের আওতায় বিধি প্রণয়নই কাঙ্ক্ষিত। বিদ্যমান সকল বিধি-বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সিভিল সার্ভিসের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মের নিরাপত্তা বিধান এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য এরূপ একটি আইন সহায়ক হতে পারে। বহু বছর পূর্বে প্রণীত সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি এবং শৃঙ্খলা ও আপিলবিধির অনেক বিষয় বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক কিংবা বাস্তবায়নের অযোগ্য হয়ে গেছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতায় এ সকল বিধি যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। কর্মকর্তাদের পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব সম্পাদনের স্বার্থে কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা (career plan) প্রণয়ন করাও জরুরি। বেসরকারি খাতের শুদ্ধাচার কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এবং এনজিও ও সুশীলসমাজের শুদ্ধাচার কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অনুরূপ দায়িত্ব এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে প্রদান করা হয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালককে নির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে উক্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ সহজ হবে।

৮। **সিদ্ধান্ত:**

৮.১ উপদেষ্টা পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস চালু, ন্যায়পাল নিয়োগের লক্ষ্যে The Ombudsman Act, 1980 পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারক মনোনয়নের জন্য আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ/প্রস্তাব প্রণয়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৮.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট গঠিত হবে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য এ ইউনিটে যুগ্মসচিবের একটি পদ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদ সৃজন করা হবে। সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তাকে সংযুক্তি প্রদান করবে।

ইউনিটের কার্যপরিধি:

(ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ;

(খ) এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং নাগরিকসেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;

(ঘ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন, সেবার মানোন্নয়ন এবং প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা এবং এ সম্পর্কিত গবেষণাকর্মে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান;

(ঙ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে প্রাপ্ত সংশোধন-প্রস্তাব, সুপারিশ ও পরামর্শ উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন; এবং

(চ) জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ এবং পরিষদের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৮.৩ সিভিল সার্ভিস আইন/গণকর্মচারী আইন প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য যুগোপযোগী কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা (career plan) প্রণয়ন এবং সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি, ১৯৭৯ ও সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিলবিধি, ১৯৮৫ হালনাগাদ করতে হবে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৮.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

৮.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আগ্রহী উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এরূপ সহায়তার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮.৬ ভূমি ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়ন, তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় এ সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য তিনটি উপকমিটি গঠন করা হবে। নির্বাহী কমিটির সভাপতির অনুমোদন নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এসব উপকমিটি গঠনের আদেশ জারি করবে।

৮.৭ জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে বাণিজ্যসচিব এবং মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে কো-অপ্ট করা হবে।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব

(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মাননীয় অর্থমন্ত্রী

পরিশিষ্ট- 'ক'

জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা;
৩. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৫. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৬. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা;
৭. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৮. সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৯. অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১০. অতিরিক্ত সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা;
১১. সভাপতি, এফবিসিসিআই, ৬০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০;
১২. মিজ আরমা দত্ত, নির্বাহী পরিচালক, প্রিপ ট্রাস্ট, ধানমন্ডি বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।